ময়নাগুড়িতে প্রচারে নামছে তৃণমূল-বিজেপি

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ ময়নাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস দেয়াল লিখন শুরু করেছে। প্রার্থীতালিকা ঘোষিত না হলেও বিজেপি-ও বুধবার থেকে গোপন বৈঠক শুরু করেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়চন্দ্র বর্মন ২৯ হাজারেরও কিছু বেশি ভোটে লিড পান। এবার দু'পক্ষই এই কেন্দ্র থেকে লিড পেতে মরিয়া হয়ে ভোট লড়াইয়ে নেমে পড়েছে।

ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনোজ রায় বলেন, 'এবার এই লিড বাড়তেও পারে। ব্লকের ৮০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন এবং বুথ সম্মেলন শেষ করা হয়েছে। বাকিগুলির জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করে দেওয়া হবে। চূড়াভাণ্ডার এলাকায় ইতিমধ্যেই দলের পক্ষ থেকে মহামিছিল করা হয়েছে। বাকি এলাকাগুলির দিন ঠিক করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এলাকায় মহামিছিল করা হবে। ময়নাগুড়ি-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শশাঙ্ক রায়বসুনিয়া বলেন, 'ভোটের কাজকর্ম পুরোদমে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ফল ভালো হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের। এলাকায় কর্মীরা কাজকর্ম করছেন। মূল কথা হল, আমাদের এলাকার ভোটারদের সঙ্গে সারা বছরই যোগাযোগ রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনের চাইতে এবার আমাদের লিড আরও বাড়বে।'

বিজেপির জলপাইগুড়ির নেতা বাপি গোস্বামী এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের শ্যামল রায় বলেন, 'ময়নাগুড়ির লিডেই জলপাইগুড়ির এই আসনে আমাদের প্রার্থী জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। বুধবার থেকেই আমরা বুথ শক্তি কেন্দ্রে প্রথম বৈঠক শুরু করে দিয়েছি। ভালো সাড়া মিলছে।' তিনি বলেন, 'সমাজে যাঁরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন না, কিন্তু ভালো প্রভাব আছে এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের নিয়ে ভোট লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি আমরা।' তাঁর দাবি, 'ময়নাগুড়িতে আমরা বিরাট লিড পাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উন্নয়নের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে –
মমতা ব্যানার্জীর ঘোষিত প্রার্থী
বিজয় চন্দ্র

ময়নাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিজয়চন্দ্র বর্মনের হয়ে দেয়াল লিখন শুরু হয়েছে। ছবি ঃ বাণীব্রত চক্রবর্তী

প্রার্থী বদলের দাবি

রাজ্য নেতৃত্বকে বোঝাতে কলকাতা গিয়েছেন বিপ্লব

সুবীর মহন্ত • বালুরঘাট

১৩ মার্চ ঃ প্রার্থী বদলের দাবি নিয়ে কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্র। অর্পিতা ঘোষকে নিয়ে লড়াই যে কঠিন হয়ে গিয়েছে, তা কার্যত রাজ্য নেতৃত্বকে বোঝাতে মরিয়া বিপ্লববাবু। বিপ্লববাবুর এই দাবি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব কী সিদ্ধান্ত নেন, তা সময়ই চলবে। কিন্তু জেলা সভাপতির অবর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচারকার্য প্রায় থমকে রয়েছে। অর্পিতা শিবিরের তরফে কিছু দেয়াল লিখনের কাজ চললেও, বিপ্লবপন্থীরা কার্যত হাত গুটিয়েই বসে রয়েছেন। বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে ঝড় তুলে দিয়েছেন তাঁর অনুগামীরা। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার শুরু করে নির্বাচনি লড়াইয়ে সকল কর্মীদের নামার আহ্বান জানান তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ।

গত তিনমাস ধরে অর্পিতা ও বিপ্লব মিত্রের শিবিরের কাছে প্রার্থীপদ নিয়ে কার্যত চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছিল। দুই শিবিরের প্রবল টানাটানি চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজনীতির ময়দানে সর্বত্র এই দুই গোষ্ঠীর বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। সাংসদ অর্পিতা ঘোষকে বদলে যাতে ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্রকে প্রার্থী করা হয়, সেই দাবিও তুলেছে একদল। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে যায় যে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে এই খবর পৌঁছে যায়। দুই তরফের ইগো সমস্যা মেটাতে উদ্যোগীও হন রাজ্য নেতৃত্ব। জেলা পর্যবেক্ষক গৌতম দেব জেলায় ঘুরে সবকটি ব্লকে দুই শিবিরকে একসঙ্গে নিয়ে বৈঠকও করেন। কিন্তু তারপরেও প্রার্থী নিয়ে বিবাদ মেটেনি। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেন। প্রার্থী হন বিদায়ী সাংসদ অর্পিতা ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর এখানেই এই বিতর্কের অবসান হবে বলে মনে করা হয়েছিল। অর্পিতা শিবির গতকাল নাম ঘোষণা হতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দেয়াল লিখনে। কিন্তু তৃণমূল জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্র কলকাতাতে থেকে যান। জানা গিয়েছে, তিনি প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বকে পুর্নবিবেচনার দাবি জানিয়েছেন। তবে বিপ্লববাবু গতকাল থেকে জেলার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এই বিষয়ে তাঁর তরফে কোনো প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

তবে কলকাতার একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির কাছে বিপ্লববাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিগত পাঁচ বছরে যাকে আমরা সাংসদ করেছিলাম, তাঁকে সাধারণ মানুষ যেমন কাছে পায়নি, তেমনি দলের নীচুতলার কর্মীরাও কাছে পাননি। ফলে প্রার্থী চয়নের যখন বিষয় আসে, তখন দলের কর্মীরা ক্ষোভ দেখিয়েছেন। কর্মীরা তাঁদের মনের কথা, মনের ব্যথা জানাতে শুরু করেছিলেন। তাই আমরা এবারে জেলা থেকে কোনো নাম দিইনি। বরং বলেছিলাম, এবারে নতুন একজনকে প্রার্থী করে দিলে ভালো হয়। স্থানীয় হলেই ভালো হয়। তাহলেই কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশিত করে দলের কাজে নামানো সহজ হত।'

বিপ্লববাবু প্রার্থী বদলের বিষয়ে অনড় থাকলেও বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় পৌঁছে যান অর্পিতা ঘোষ। এদিকে প্রার্থী ঘোষণার পরেও সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে ঝড়। দক্ষিণ দিনাজপুরের শেষকথা বিপ্লব মিত্রকেই প্রার্থী চেয়ে চলছে পোস্ট। বিপ্লব শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা কার্যত হাত গুটিয়েই বসে রয়েছেন বলে অভিযোগ। এর কারণ হিসাবে বলতে গিয়ে জেলা কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিপ্লব খাঁ বলেন, 'জেলা সভাপতি কলকাতা থেকে ফিরে সভা ডেকে রণকৌশল ঠিক করবেন। তাঁর নির্দেশ মতোই জেলাতে কাজ হবে। তাই অতি উৎসাহে যারা দেয়াল লিখছে, তা ঠিক হচ্ছে না। আমরা জেলা সভাপতির নির্দেশ ও ফেরার অপেক্ষা করছি।'

পানিশালায় গ্যাস প্ল্যান্ট কর্মীকে মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল

রায়গঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ কাজে আসতে না করেছিলেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু তৃণমূল নেতার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও বুধবার রায়গঞ্জের পানিশালায় অবস্থিত ভারত গ্যাস প্ল্যান্টে কাজ করতে গিয়েছিলেন প্ল্যান্ট সুপারভাইজার অনুপ সাহা। অভিযোগ, গ্যাস প্ল্যান্ট থেকে তাঁকে অপহরণ করে শীত গ্রাম হাইস্কুলের সামনে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি অনুপবাবুকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলিও চালায় দুষ্কৃতীরা। অনুপবাবুর চিৎকারে ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। সহকর্মীরা অনুপবাবুকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভরতি করেন। বন্দুকের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় ও শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক জানান, মাথার স্ক্যান ও এক্সরে করতে বলা হয়েছে। বুধবার দুপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ থানার পানিশালা এলাকার ভারত গ্যাস প্ল্যান্টে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

অনুপ সাহা ভারত গ্যাস প্ল্যান্টের সুপারভাইজার পদে কর্মরত। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ইফতিকার আলি সংশ্লিষ্ট গ্যাস প্ল্যান্টে নিজের লোকদের ঢোকাতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই অনুপ সাহা ও তাঁর লোকদের প্ল্যান্টে আসতে মানা করা হয়। কিন্তু দাপুটে নেতার কথা না শোনায় দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি দুই রাউন্ড গুলিও চালায়। যদিও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে অনুপবাবু অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ইফতিকার আলির নির্দেশে তাঁর দুই ভাই ও অনুগামীরা আমাকে প্রথমে বলে তুমি কাজ করতে এসেছো কেন? তার উত্তরে আমি বলি কাজ আমাকে করতেই হবে। এরপরই আমাকে সেখান থেকে টেনেহিঁচড়ে পানিশালা স্কুলের সামনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি দুই রাউন্ড গুলি চালায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে যাই। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গ্যাস প্ল্যান্টের ঠিকাদারি নিয়ে যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অনুপ সাহার বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকায়। তার স্ত্রী রিমা সাহা জানান, ছয়-সাতজন আমার স্বামীকে গ্যাস প্ল্যান্ট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি দুই রাউন্ড গুলি করে। রায়গঞ্জ থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত রিসিভ কপি দেননি কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার। এবিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা অবশ্য কোনো মন্তব্য করতে নারাজ। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ইফতিকার আলি জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা ঠিক নয়। সমস্তটাই সাজানো ঘটনা। আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি পূর্ণেন্দু দে বলেন, এই দিনের ঘটনায় দলের কোনো কর্মী যুক্ত নয়। কোনো দুষ্কৃতী এই ঘটনা ঘটাতে পারে। তবে তার সঙ্গে দলীয় কর্মীদের জড়ানো ঠিক নয়। রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকার বলেন, এই ঘটনায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ইফতিকার আলি জড়িত নন। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলে আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হবে। এদিকে এই ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

অভিযোগ অস্বীকার

নির্বাচনি তদারকিতে মোবাইল অ্যাপ

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ এবার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সি-ভিজিলের মাধ্যমে নির্বাচনি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। এই প্রথম সাধারণ মানুষ থেকে পর্যবেক্ষকরা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অভিযোগ বিবেচনা করবেন। চারটি পর্যায়ের এই অ্যাপ্লিকেশন চারটি ধাপে ব্যবহার করা হবে। অ্যাপ্লিকেশনের প্রথম ধাপে সাধারণ মানুষ বা অভিযোগকারী ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করবেন। পরবর্তী ধাপে তদন্তকারী ওই ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্যা মিটিয়ে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেই রিপোর্ট জমা করবেন। বাকি দুটি পর্যায়ে অ্যাপ্লিকেশনটি যথাক্রমে জেলা স্তরের মনিটরিং সেল এবং একজন পর্যবেক্ষক ব্যবহার করবেন। অ্যাপ্লিকেশন ইনটারনেট থেকে ডাউনলোড করে মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্টার করে নিজের নাম সহ রাজ্য, জেলা, বিধানসভা ক্ষেত্র সব তালিকাভুক্ত করতে হবে। তারপরই অ্যাপ্লিকেশনটি অভিযোগ জানানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাকি তদন্তকারী বা তার পরের ধাপে কর্মীদেরও নিজস্ব ইউজার আইডি দিয়ে লগ ইন করতে হবে। যেহেতু এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আসা অভিযোগগুলি সমাধান করতে হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে, তাই কোনো কর্মীই ঘরে বসে দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন না। ইতিমধ্যে অ্যাপ্লিকেশনটি নিয়ে নির্বাচনের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার নির্বাচনি আধিকারিক (ওসি) রিচার্ড লেপচা বলেন, 'সাধারণ মানুষ অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অভিযোগ করার পর তদন্তকারী কর্মী ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্যা খতিয়ে দেখবেন। তবে সি-ভিজিলের পাশাপাশি ১৯৫০ নম্বর বা গ্রিভান্স সেলে ফোন করেও অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোটাররা।'

বিয়ে বন্ধ দুই নাবালিকার

গোপালপুর ও নয়ারহাট, ১৩ মার্চ ঃ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পখিহাগা গ্রামের এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল চাইল্ডলাইন ও প্রশাসন। মেয়েটি হাজরাহাট হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। ওই নাবালিকার সঙ্গে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্দুগুড়ি গ্রামের এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুধবার বিয়ের আয়োজন করে। খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের সদস্যরা বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদিন বিডিও অফিসের প্রতিনিধি জয়ন্ত চৌধুরি, চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধি নিখিলচন্দ্র রায়, পঞ্চায়েত সদস্য পরেশচন্দ্র অধিকারী সহ চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধিরা গিয়ে বিয়ে বন্ধ করে দেন। দুই পরিবারই মেয়ের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবে না বলে মুচলেখা দেয়। অন্যদিকে, দিনহাটা-১ ব্লকের বড়শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছোটঝিলা গ্রামেও এদিন অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে আটকে দেয় কোচবিহার জেলা চাইল্ড লাইন।

নিয়মের বেড়াজালে আটকে রূপশ্রী থেকে বঞ্চিত টোটোরা

মাদারিহাট, ১৩ মার্চ ঃ রূপশ্রী প্রকল্পের আওতায় আবেদন করলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুস্থ মেয়েদের বিয়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু, সমাজ-সংস্কৃতির বেড়াজালে আটকে টোটো সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন।

রূপশ্রীর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সরকারি নিয়ম রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিয়ের অন্তত ৩০ থেকে ৬০ দিন আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ আবেদন করতে হবে। ওইসব নথির মধ্যে বাধ্যতামূলক হল- বিয়ের কার্ড, জন্ম, বাসস্থান এবং বাৎসরিক আয়ের প্রমাণপত্র। এই সমস্ত কাগজপত্র জমা নেওয়ার পর তা সহ জেলা নিবন্ধীকরকের কাছে পাঠাতে হয়। সেখান থেকে ছাড়পত্র আসার পরই ওই প্রকল্পের ২৫ হাজার টাকার চেক পাওয়া যায়।

কিন্তু টোটো সম্প্রদায়ের সমাজে বিয়ের নিয়মকানুন একদম আলাদা। তাঁদের ক্ষেত্রে বিয়ে যখন ঠিক হয় রীতি অনুযায়ী সেদিন একটি কলসিতে মারুয়া (এক প্রকার খাদ্যশস্য) ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর ওই মারুয়া পচে হাঁড়িয়ায় পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। হাঁড়িয়া তৈরি হয়ে গেলে গ্রামের মোড়ল ও প্রধান পুরোহিতকে জানানো হয়। এরপর তাঁরা বিয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। এই গোটা প্রক্রিয়াটি শেষ হতে খুব বেশি হলে ১০ থেকে ১২ দিন সময় লাগে। টোটোদের বিয়েতে পঞ্জিকারও ব্যবহার করা হয় না। কোনো কার্ডও ছাপানো হয় না। ফলে সামাজিক রীতিনীতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই টোটো মেয়েরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন না।

এহেন তথ্য জানিয়ে টোটোপাড়ার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রূপচান টোটো বলেন, 'হিন্দুদের রীতিনীতি মেনে টোটো ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয় না। তাঁদের প্রচলিত রীতি পালন করতে গিয়ে টোটো মেয়েরা রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।' তিনি বলেন, 'সরকারি নিয়মে বলা হয়েছে বিয়ের কার্ড বাধ্যতামূলক। সেটাও বিয়ের ৩০ থেকে ৬০ দিন আগে জমা দিতে হবে।' কিন্তু তাঁদের বিয়ে কবে, কখন হবে তা আগে থেকে কোনোভাবেই জানানো সম্ভব নয়। আর রূপশ্রী প্রকল্পের যেসব আইন তৈরি করা হয়েছে সেগুলি মূলত হিন্দু, মুসলিমদের রীতিনীতি মেনেই করা হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। তাই এই নিয়মের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সরলীকরণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন টোটো সম্প্রদায়ের মানুষ। এই নিয়মের পরিবর্তন না করা হলে কোনোদিনই তাঁরা এই প্রকল্পের সাহায্য পাবেন না বলে জানালেন টোটোদের প্রধান পুরোহিত ইন্দ্রজিৎ টোটো। রূপচানবাবু জানালেন, ইতিমধ্যে নিয়ম ভেঙেই টোটোদের ১০টি পরিবার রূপশ্রীর জন্য আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ভাতার কোনো খবর নেই। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাদারিহাট ব্লক নোডাল অফিসার কমলেশ অধিকারী বলেন, 'সরকারি নির্দেশের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।' টোটোপাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী সুগ্রীব টোটো বলেন, 'এভাবে টোটো ছেলেমেয়েরা কোনোদিন ওই টাকার সুবিধা পাবেন না।' এই নিয়মের সরলীকরণের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

> **ইতিমধ্যে নিয়ম ভেঙেই টোটোদের ১০টি পরিবার রূপশ্রীর জন্য আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ভাতার কোনো খবর নেই।**
>
> *–রূপচান টোটো, স্থানীয় বাসিন্দা*
>
> **সরকারি নির্দেশের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।**
>
> *–কমলেশ অধিকারী,*
> *ব্লক নোডাল অফিসার, রূপশ্রী প্রকল্প*

বোরো চাষ করতে না পারায় মাথায় হাত কৃষকদের

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ১৩ মার্চ ঃ অধিকাংশ সেচপাম্প বিকল হয়ে রয়েছে। ফলে জলের অভাবে বোরো ধানের চাষ করতে না পেরে মাথায় হাত তেশিমলার কৃষকদের। সেচপাম্পগুলো সংস্কারের ব্যাপারে বহুবার দরবার করা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম হায়হায়পাথারের প্রায় শতাধিক কৃষক।

মাল ব্লকের তেশিমলার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। এলাকার অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, কৃষকদের সেচের সুবিধার্থে প্রায় দুই বছর আগে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৪০টি সেচপাম্প বসানো হয়েছিল। এর মধ্যে পশ্চিম হায়হায়পাথারে ১২টি সেচপাম্প রয়েছে। অভিযোগ, পাম্পগুলো বসানোর পর নানারকম সমস্যা থেকেই গিয়েছে। বর্তমানে পশ্চিম হায়হায়পাথারের পাম্পগুলোর প্রায় সবকটাই নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। এর ফলে জমিতে জল না দিতে পেরে সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন কৃষকরা। অনেক কৃষক জলের অভাবে চাষবাসই বন্ধ রেখে দিয়েছেন। হাতেগোনা কয়েকজন কৃষক বাদে বেশিরভাগ দরিদ্র কৃষকই অনেক বেশি টাকা খরচ করে জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম নন। এখন বোরো ধান চাষের সময়। জলের অভাবে কৃষকরা জমিতে বোরো ধান চাষ করতে পারছেন না। বীজ বপন করলেও জলের অভাবে মাটিও ফেটে গিয়েছে। এলাকার কৃষক মহাদেব ওরাওঁ, মাফিজুল ইসলামরা বলেন, 'জমিতে ফসল না হলে খাব কী? সংসার, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাব কীভাবে? জলের অভাবে জমিতে চাষবাস বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। পাম্পগুলো প্রায় এক বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে, অথচ সংস্কারের বালাই নেই। প্রশাসনের কাছে দরবার করছি যাতে সেচ পাম্পগুলো ঠিক করে। এখন বোরো ধানের সময়, জমিতে বীজও লাগিয়েছি। কিন্তু জলের অভাবে মাটিও ফেটে গিয়েছে। আমাদের অত সামর্থ্য নেই যে প্রচুর টাকা খরচ করে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করব।' প্রশাসন যদি তাঁদের পাশে না দাঁড়ায় তবে এরপর পথে বসতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকার প্রায় শতাধিক কৃষক। এ বিষয়ে মাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মৌসুমি সরকার বলেন, 'সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদাসীনতার জন্য কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষকদের ক্ষোভের মুখে আমাদের পড়তে হচ্ছে। বহুবার আমরা দরবার করেছি সেচ পাম্পগুলো যাতে সংস্কার করা হয়। কিন্তু দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কেউ কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে কৃষকদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।' এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক চন্দ্রিমা চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান, মাঝে ইলেকট্রিকের সমস্যার কারণে পাম্পগুলো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। দ্রুত পাম্পগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বিকল সেচপাম্প

জলের অভাবে ফেটে গিয়েছে চাষের জমি। –সংবাদচিত্র

জলের কল বালিতে চাপা পড়ায় সমস্যা

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ ঃ জাতীয় সড়কের কাজ চলছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকায়। আর সেই কারণে বালিতে চাপা পড়েছে রাস্তার পাশে থাকা নলকূপগুলি। ফলে পানীয় জলের সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসী ও গয়াগঙ্গা চা বাগানের শ্রমিকরা। অভিযোগ, জলের কল থাকা সত্ত্বেও রাস্তার কাজের জন্য সেগুলি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে পাতকুয়োই ভরসা এলাকাবাসীর।

প্রায় তিনমাস ধরে গ্রাম ঘেঁষে ফোর লেন জাতীয় সড়কের কাজ হচ্ছে। পানীয় জলের জন্য খনন করা হয়েছে ১২০ ফুট গভীর নলকূপ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেগুলির ওপর বালি ফেলেছে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। কল সারানোর ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, 'অন্তত দু'মাস কলগুলি থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষ কুয়োর নোংরা জলই পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। যাঁদের অবস্থা একটু সচ্ছল তাঁরা পানীয় জলের ড্রাম কিনে আনছেন। কিন্তু ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।' সরকারি প্রকল্পের নলকূপ খনন করা হলেও, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব না নেওয়ার কারণে গ্রামবাসীর দুর্ভোগ বাড়ছে। বিষয়টি প্রশাসনিক মহলেও জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপর একমাস পরও এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

মহকুমা পরিষদকে এই নলকূপগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার বলেন, 'এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ওই কলগুলির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু অর্থ দিয়েছিল। এরপর ওই এলাকায় পিএইচইর জলের সংযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। টাকাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পিএইচই কর্তৃপক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে ওই কাজের অনুরোধ খারিজ করে দিয়েছে।' তবে খুব শীঘ্রই ওই এলাকায় পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

কাপরাঙ্গা গ্রামে দলঞ্চার সেতুর দাবি উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে

গোপালপুর, ১৩ মার্চ ঃ ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু নদীর উপর সেতুর দাবি উপেক্ষিতই থেকে যায় যুগ যুগ ধরে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসী বঞ্চনার অভিযোগের আঙুল তুলেছে শাসকদল সহ সবার বিরুদ্ধেই। ঘটনাটি ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপরাঙ্গা গ্রামের। জানা গিয়েছে, ইসলামপুর সদর কিংবা রামগঞ্জ বাজারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দলঞ্চা নদীতে সেতু না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় কাপরাঙ্গা, লালবাজার, গোবিন্দপুর, জঙ্গলবাড়ি সহ মাটিকুন্ডা-১, মাটিকুন্ডা-২, আগডিমটিখন্তি, রামগঞ্জ-১ এবং রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষাধিক মানুষকে। তাঁদের অভিযোগ, দলঞ্চা নদীতে সেতু না থাকায় তাঁদের প্রায় ৮ কিলোমিটার ঘুরে রামগঞ্জ কিংবা ইসলামপুর যাতায়াত করতে হয়। ওই সেতুর থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেতুর কাজ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কেবল ভৌগোলিক অবস্থান জটিল হওয়ার জেরে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছে দলঞ্চার সেতু, আক্ষেপ এলাকাবাসীর। তাঁরা জানান, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ইসলামপুর ব্লকের হলেও তা চোপড়া বিধানসভার অন্তর্গত। নদীর ওই অংশের কিছুটা চোপড়া বিধানসভা এলাকার মধ্যে পড়েছে এবং বাকি অংশ পড়েছে ইসলামপুর বিধানসভার ভিতরে। ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই সেতুটি হয়ে গেলে নদীর দুই পাড়ের বাসিন্দাদের ইসলামপুর ও রামগঞ্জ যাতায়াতের রাস্তা কমপক্ষে ৮ কিমি কমে যাবে। শুকনো মরশুমে ওই নদীতে স্রোত হারিয়ে গেলেও বর্ষায় ভয়ংকর চেহারা নেয়। নদীর দক্ষিণ পারের কাপরাঙা, জঙ্গলবাড়ি, লালবাজার, গোবিন্দপুর গ্রাম সহ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের রামগঞ্জ হাট, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হয়। আর উত্তর পারের বাসিন্দাদের ইসলামপুর শহরে যেতে হয় রামগঞ্জ ঘুরে। ফলে সমস্যার শেষ নেই। কাপরাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পরেশ সাহা জানান, তিনি রামগঞ্জ থেকে স্কুলে আসেন। সেতু না থাকায় বর্ষার সময় তাঁকে প্রায় আট কিলোমিটার ঘুরে স্কুলে আসতে হয়। এছাড়া এই গ্রামের অনেক ছাত্রছাত্রী রামগঞ্জ গার্লস স্কুল ও হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। তাদেরও একই সমস্যায় পড়তে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুল বলেন, 'আমাদের বোকা বানিয়ে বছরের পর বছর ধরে বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত ভোটের মুখে পাকা সেতু হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। বাম আমলেও একই ঘটনা ঘটেছে, এখনও তার ব্যতিক্রম নয়। এভাবে চলে প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু আমাদের নারকীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলছে না। তাই এবার ভোটে সব দলকেই জবাবদিহি করতে হবে।' সমস্যার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন চোপড়া বিধানসভার বিধায়ক হামিদুল রহমান। তিনি বলেন, 'আমি কয়েকবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে গিয়ে মাপজোখ করিয়েছিলাম। কিন্তু কাজ এগোয়নি। লোকসভা নির্বাচন পার হয়ে গেলে বিষয়টি ইসলামপুরের বিধায়কের সঙ্গে বসে যৌথভাবে দেখতে হবে। সেতুটি খুবই প্রয়োজন।' এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালও।

সেবা দেয় Seal Pack, বাকি হার্বাল খোলা ঔষধ দিয়ে ঠকাবে
২১ বছর ধরে উত্তরবঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ, ভারত বিখ্যাত ডাক্তার
INDIA NO 1 Best SEX মেডিসিন ও ট্রিটমেন্ট
আমাদের-৭টি ভাবনার শ্রেষ্ঠ গুনমানের ঔষধ (কারও নেই)
মাত্র ৭০০ টাকা ও ১১৫০ টাকা সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ ধাতুদোষ, লিঙ্গ/সরু/বাঁকা/পাতলা
১০০% গ্যারান্টি প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু
মদ ও ড্রাগের নেশা থেকে চিরমুক্তি ৫ দিনে ৫০০/- ১০ দিনে ১০০০/-
AMERICAN লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ও RUSSIAN TITAN GEL পাওয়া যায়
ঘরে বসে ঔষধ নিন 97331-03868
সেবা হারবাল ®
শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9933545917